ইসলাম কিউ এ ফতোয়া সমগ্র

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইলম ও দাওয়াত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

কোন বিষয় দিয়ে দাওয়াতি কাজ শুরু করা অপরিহার্য তা নিয়ে এখানের ইসলামী দলগুলো পরস্পর মতভেদ করছে। সেটা কি রাজনৈতিক দিক, নাকি আকিদা, নাকি আখলাক...? আপনারা কোন বিষয় দিয়ে দাওয়াতী কাজ শুরু করাকে উচিত মনে করেন।

শরিয়তের বিধান হচ্ছে- আকিদা দিয়ে দাওয়াতি কাজ শুরু করা। যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকিদা দিয়ে দাওয়াতি কাজ শুরু করেছিলেন এবং অন্যান্য রাসূলগণ আকিদা দিয়ে দাওয়াতি কাজ শুরু করেছেন। এর দলীল হচ্ছে- মুআয (রাঃ) এর হাদিস। (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: "তুমি অচিরেই আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাবে। তাদের কাছে যাওয়ার পর তাদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ-কোন সত্য উপাস্য নেই - আল্লাহ ছাড়া। মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল (বার্তাবাহক)' এই সাক্ষ্য প্রদানের প্রতি আহ্বান জানাবে। যদি তারা তোমার এই দাওয়াতে সাড়া দেয় তাহলে তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ দিনরাতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তোমার এ দাওয়াতে সাড়া দেয় তাহলে তাদেরকে জানাও যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত প্রদান করা ফরয করেছেন। সেটা তাদের মধ্যে যারা ধনী তাদের কাছ থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের মধ্যে যারা গরীব তাদের মাঝে বণ্টন করা হবে। যদি তারা তোমার এ দাওয়াতে সাড়া দেয় তাহলে সাবধান তুমি তাদের উত্তম মালগুলো (যাকাত হিসেবে) নিয়ে নিও না। আর মজলুমের বদদোয়াকে ভয় কর। মজলুমের দোয়া ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই।"

দাওয়াতের টার্গেটকৃত শ্রেণী যদি কাফের হয় তাদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি প্রযোজ্য। আর দাওয়াতের টার্গেটকৃত শ্রেণী যদি মুসলমান হয় তাহলে দ্বীনের যে বিষয়গুলো তারা জানে না অথবা যে বিষয়গুলোতে তারা অবহেলা করে সে বিষয়গুলো তাদেরকে জানাতে হবে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বের বিবেচনা থেকে ক্রমধারা অবলম্বন করতে হবে। ফাতাওয়াল্ লাজনাহ দায়িমা (ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র) (১২/২৩৮)

ফুটনোট

http://islamqa.info/bn/10261

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=2200

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন